তারিখ 5 JUL
পৃষ্ঠা কলাম

ইত্তেফাক

ধর্মবিহীন শিক্ষানীতি জনগণ আঁস্তাকুড়ে ফেলবে

কবির চৌধুরীকে বাদ দিয়ে নতুন শিক্ষা কমিশন করুন

-বিভিন্ন সংগঠন

স্টাফ রিপোর্টার

কবির চৌধুরী কর্তৃক ধর্মবিহীন শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের বক্তব্যের প্রতিবাদে প্রতিবাদমুখর ধর্মীয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং ইসলামী জনতা কবির চৌধুরীকে শিক্ষা কমিশন থেকে বাদ দিয়ে দেশপ্রেমিক ও ধর্মপ্রিয় শিক্ষাবিদ ও প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামদের নিয়ে নতুন শিক্ষানীতি কমিশন গঠনের দাবী ক্রমেই জোরালো হচ্ছে। ধর্মবিহীন শিক্ষানীতির প্রতিবাদে পৃঃ ১২ কঃ ২

কবির চৌধুরীকে বাদ

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

গতকালও বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ কবির চৌধুরীকে বাদ দিয়ে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিশন গঠনের দাবী করেছেন। তারা বলেন, কবির চৌধুরীর শিক্ষা কমিশন জনগণ আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবে।

খাদেমুল ইসলাম ছাত্র পরিষদ

বাংলাদেশ খাদেমুল ইসলাম ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি মো. তাসনীম, সেক্রেটারী জেনারেল মো. ইমরান হুসাইন ও জয়েন্ট সেক্রেটারী মো. বাহাদুল কাদের এক বিবৃতিতে জাতীয় শিক্ষা প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক কবির চৌধুরীর ধর্মবিদ্বেষী বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, ৮৫% মুসলমানের বাংলাদেশে যদি বাধ্যতামূলকভাবে ইসলাম শিক্ষা চালু না থাকে তবে মুসলমান হয়ে বাংলায় বাস করে আর লাভ কি? নেতৃবৃন্দ বলেন, কবির চৌধুরীর মনে রাখা উচিত এদেশের মাটিতে ঘুমিয়ে আছেন শামছুল হক ফরিদপুরীসহ হাজারো ওলী-আউলিয়া যাদের তীব্র প্রতিবাদে ১৯৫৫ সালে আতাউর রহমানের নেতৃত্বাধীন শিক্ষা কমিশনের প্রকাশিত রিপোর্ট আঁস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলতে হয়। এখনও বাংলার মানুষ সেইসব ওলী-আউলিয়াদের চেতনায় উজ্জীবিত। তাই আমরা বলব, বাংলার ধর্মপ্রাণ মানুষকে রাজপথে নামাবেন না। অতএব, আপনার বক্তব্য প্রত্যাহার করে অবিলম্বে মাস্টার্স পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক হিসেবে ঘোষণা করুন। সাথে সাথে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারকে বলব, নির্বাচনী ইশতেহারের কথা ভুলে যাবেন না। অধ্যাপক কবির চৌধুরীর নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা কমিশন ভেঙ্গে শিক্ষানুরাগীদের সমন্বয়ে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করুন।

আমরা ঢাকাবাসী

আমরা ঢাকাবাসীর সভাপতি আলহাজ মুহাম্মদ সামসুল হক বলেছেন, ইসলামী শিক্ষাকে বাদ দিয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশে অন্য কোন শিক্ষা ব্যবস্থা মেনে নেয়া হবে না। গতকাল এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে ৯০% মানুষ মুসলমান। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুসলমানদের জন্য ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। এ অবস্থায় নাস্তিক কবির চৌধুরী ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা থাকবে না বলে ঘোষণা দিয়ে আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের পূর্বে জনগণের নিকট ইসলামবিরোধী কোন আইন করবেন না বলে অঙ্গীকার করেছেন। এখন যদি ইসলামী শিক্ষা নিষিদ্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তাহলে তা জনগণের সাথে প্রতারণা করা হবে। এভাবে প্রতারণা ও আল্লাহর সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করে দল ও দেশের জন্য গজব ডেকে আনা হবে।

হাফেজ্জী হুজুর কল্যাণ ফাউন্ডেশন

হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) কল্যাণ ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা পৃষ্ঠপোষক আলহাজ মাও. আকরাম হোসাইন, চেয়ারম্যান মুফতী সাঈদ আহমাদ ফরিদপুরী, মহাসচিব মাও. বজলুর রহমান আরেফী, সাংগঠনিক সচিব হাফেজ মাও. মুহিব্বুল্লাহ বিন মুরাদ এক বিবৃতিতে বলেছেন, কবির চৌধুরী সবসময়ই পবিত্র ইসলামের বিপক্ষে অবস্থা করে ইসলাম মুসলমানকে কটাক্ষ করে বক্তব্য-বিবৃতি প্রদান করে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে আসছে। সম্প্রতি শিক্ষানীতিতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত ইসলাম শিক্ষা থাকবে না বলে তার পূর্বেকার ইসলামবিদ্বেষী চরিত্রই উন্মোচন করেছে। তাই কালবিলম্ব না করে দেশের আইন-শৃঙ্খলা অস্বাভাবিক হয়ে ওঠার আগেই নাস্তিক ইসলাম শিক্ষাবিরোধী কবির চৌধুরীকে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি থেকে বহিষ্কার করতে হবে।